১ এপ্রিল ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মার্চ ২০১৬

মার্চ মাসেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ৩৭ জন নিহত
নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে মানবাধিকার কর্মী গুলিবিদ্ধ
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তানভীর আহমেদ জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা
মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নেই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস

কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের মার্চ মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

মার্চ মাসেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ৩৭ জন নিহত

১. হত্যা, আহত করা, ভয়াবহ সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, জাল ভোট দেয়া, নির্বাচন কর্মকর্তাদের ওপর হামলার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মার্চ মাসে স্থানীয় সরকারের পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মোট ৩৭ জন নিহত এবং অন্ততপক্ষে ২১২৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পৌরসভা নির্বাচন ২০১৬[১]

২. গত ২০ মার্চ ১০টি পৌরসভা যথাক্রমে ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর পৌরসভা, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও মহেশখালি পৌরসভা, ফেনী জেলার সোনাগাজী পৌরসভা, রংপুর জেলার হারাগাছ পৌরসভা, ঝালকাঠি সদর পৌরসভা, কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট পৌরসভা, নোয়াখালী জেলার কবিরহাট পৌরসভা, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা এবং ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, জালভোট, আচরণবিধি লংঘন ও সংঘর্ষের অসংখ্য ঘটনা ঘটে। সবগুলো পৌরসভাতে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীরাই বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়।

৩. ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর পৌরসভা নির্বাচনে কোন কেন্দ্রেই শৃংখলা ছিল না। কেন্দ্রের ভেতরে দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের সহয়তায় ব্যালটে সিল মারার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাথায় ছিল নৌকার প্রতীক ছাপা লাল ফিতা। প্রতিটি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতারা অবস্থান করে জাল ভোট দেয়ার বিষয়টি তদারকী করেন। পুনিয়াউট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী শাহ আলমের সমর্থকরা হাতবোমা নিয়ে হামলা চালায়। এরপর তারা প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুর হোসেন চৌধুরীকে মারধর করে এবং ৭/৮টি ব্যালট বই, ৫টি সিল ও নির্বাচন পরিচালনার সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেয়। প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, দুর্বৃত্তরা ব্যালট ও সিলসহ অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই সময় কর্তব্যরত একজন ম্যজিস্ট্রেট মঞ্জুর হোসেন চৌধুরীকে থামিয়ে দেন এবং এই সব কথা বলতে নিষেধ করেন।[২]

৪. কক্সবাজার জেলার মহেশখালি পৌরসভায় উত্তর গোনাপাড়া কেন্দ্রে বিকেল আনুমানিক ৩টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মকসুদ মিয়ার সমর্থক মামুনের নেতৃত্বে একদল যুবক নৌকা প্রতীকে সিল মারার চেষ্টা করলে

[১] পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন- http://odhikar.org/%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF/

[২] মানবজমিন ২১ মার্চ ২০১৬

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সরওয়ার আজম ও তাঁর সমর্থকরা এতে বাধা দেয়। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় ৩৫ জন গুলিবিদ্ধ হন এবং আবদুস শুকুর নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৩]

৫. হাতবোমার অসংখ্য বিস্ফোরন, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, কেন্দ্র দখল ও জালভোটের মধ্যে দিয়ে ফেনী জেলার সোনাগাজী পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সোনাগাজী মোহাম্মদ ছাবের পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পোলিং বুথে সকাল আনুমানিক ৮টায় ভোটাররা দীর্ঘ লাইন করে দাড়িয়েছিলেন। ওই কেন্দ্রের ভোটার বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জামাল উদ্দিন সেন্টু ভোট দিয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করার পর ফেনী ও তার আশে পাশের এলাকা থেকে বহিরাগতরা এসে কেন্দ্র দখল করে নিয়ে জাল ভোট দেয়।[৪]

৬. ঝালকাঠি সদর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিটি কিন্ডারগার্টেন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী লিয়াকত তালুকদারের সমর্থকরা স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী আফজল হোসেনের ওপর হামলা করে। এই ঘটনায় মেয়র প্রার্থী আফজাল হোসেনসহ ৫জন আহত হন।[৫]

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬

৭. গত ১১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষনা করে। ছয়টি ধাপে মোট ৪২৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা। এই প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[৬] মার্চ মাসে দুই ধাপে ২২ মার্চ এবং ৩১ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পূর্ব সহিংসতা

৮. ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষনার পর থেকে সহিংসতা শুরু হয় এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় থেকে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এই সময় বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা, তাঁদের ওপর হামলা এবং বাড়িঘর ভাংচুর ও আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা। অনেক জায়গায় রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীরা। তাঁরা প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের নির্বাচনের সময় কোনঠাসা করে রাখেন।[৭]

৯. গত ৮ মার্চ রাত আনুমানিক ৮ টায় পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শামসুল হক ও শেখমাটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন মোটরসাইকেল যোগে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী তৌহিদুল ইসলামকে তাঁর বাড়িতে পৌছে দিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁরা রঘুনাথপুর হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে তাঁদের ওপর হামলা করে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এসএম কাইউম জামানের সমর্থকরা। হামলার সময় তাঁদের রড দিয়ে পিটিয়ে এবং রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়। গুরুতর আহত শামসুল হক এদিন গভীর রাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[৮]

১০. গত ১২ মার্চ পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী বাদশা ফয়সালের সমর্থকরা পূর্বআলীপূর ও খালিশাখালী গ্রামে হামলা চালিযে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ সোহরাব ও তাঁর সমর্থকদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় নারী-পুরুষসহ ১৬ জন আহত হন।[৯]

---

[৩] মানবজমিন ২১ মার্চ ২০১৬
[৪] মানবজমিন ২১ মার্চ ২০১৬
[৫] মানবজমিন ২১ মার্চ ২০১৬
[৬] ঢাকা ট্রিবিউন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৭] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য
[৮] প্রথম আলো ১০ মার্চ ২০১৬
[৯] মানবজমিন ১৩ মার্চ ২০১৬

১১. গত ১৯ মার্চ রাত আনুমানিক ১২ টায় পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ঢালারচর ইউনিয়নে ভোট চাওয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী কোরবান সর্দারের সমর্থকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী নাসির উদ্দিন বেপারীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে গহের মন্ডল নামে এক ব্যক্তি নিহত এবং আরো অন্তত ১০ জন আহত হন। [১০]

প্রথম ধাপের নির্বাচনের দিন

১২. নির্বাচন কমিশন ২২ মার্চ প্রথম ধাপে ৭৩০টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ১৮টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন স্থগিত হয় আইনগত জটিলতার কারণে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭১২টি ইউনিয়ন পরিষদে।[১১] এই ধাপে ৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।[১২] এই নির্বাচনে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, জাল ভোট দেয়া, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নির্বাচন কর্মকর্তাদের ওপর হামলা ও কেন্দ্র দখলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনিয়ম ও সংঘর্ষের ঘটনায় ৬৫টি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয়েছে। ১৩৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ভোট বর্জন করেছেন। [১৩] বরাবরের মতো এই নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশন তাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। *অধিকারএর* তথ্য মতে প্রথম ধাপের নির্বাচনী সহিংসতায় মোট ১৩ জন নিহত এবং অন্ততপক্ষে ৩৮৭ জন আহত হয়েছেন। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

১৩. পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার ধানিসাফা ইউনিয়নের ধানিসাফা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী হারুন অর রশীদের পক্ষে দেয়া ৭৪৬টি ব্যালট বাতিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মী-সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এই খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী জিয়াউল বাসেতের নেতৃত্বে র‍্যাব ও বিজিবি সেখানে উপস্থিত হয়। এই সময় উপস্থিত জনতা তাঁদের গাড়ি অবরুদ্ধ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বিজিবি ও র‍্যাব গুলি চালায়। ফলে ৬ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হন। [১৪]

১৪. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জের মাধবপাশা ইউনিয়নের চন্দ্রদ্বীপ স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশের পুকুরে ব্যালট পেপার ভাসতে দেখা গেছে। কিন্তু ভোটাররা ভোট দিতে গিয়ে চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালট পেপার পাননি। জানা গেছে, ভোট শুরু হওয়ার আনুমানিক দুই ঘন্টা পর আওয়ামী লীগ সমর্থকরা গুলি ছুঁড়ে চেয়ারম্যান পদের ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মারতে থাকে। [১৫]

১৫. খুলনা মহানগরীর সঙ্গে সংযুক্ত যোগীপোল ইউনিয়নে সকালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তাঁর কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে ঢুকে ভোটগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যালট বই নিয়ে সিল মারার চেষ্টা করেন। এতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে পুলিশ সেখানে ৬ রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে ৭ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন বিএনপির কর্মী বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। এরপর বেলা ১১টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আনিসুর রহমান তাঁর সমর্থকদের নিয়ে খানাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালট বই নিয়ে সিল মারতে শুরু করেন। এই দৃশ্যের ছবি তুলতে গেলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা খুলনার দৈনিক পত্রিকা প্রবর্তনের চিফ রিপোর্টার ডিএম রেজা সোহাগকে লাঞ্ছিত করে। পরে পুলিশ ও অন্যদের সহযোগিতায় সোহাগ রক্ষা পান। [১৬]

---

[১০] যুগান্তর ২১ মার্চ ২০১৬
[১১] ডেইলি স্টার ২৩ মার্চ ২০১৬
[১২] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৩] যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৪] মানবজমিন ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৫] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৬] নয়াদিগন্ত ২৩ মার্চ ২০১৬

১৬. ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার কুসুমহাটি ইউনিয়নের কুসুমহাটি পরিবার কল্যাণ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিকেল আনুমানিক ৩টা ২০ মিনিটে ১৫/২০ জন যুবক কেন্দ্রের পাঁচটি বুথে ঢুকে পড়ে চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে সিল মারতে থাকে । এই সময় কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং নিজেদের পরিচয় গোপন করতে ইউনিফর্ম থেকে তাদের নেম প্লেট খুলে ফেলে।[১৭]

১৭. মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়ন পরিষদের খাসমহল বালুচর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর আনুমানিক ১২টায় দুই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য প্রার্থী আবদুর রশীদ ও মোসলেহ উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আবু বকর সিদ্দিকও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় ১৩ জন আহত হন। এদিকে একই ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিণপাড়া খাসমহল বালুচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা আনুমানিক ১টায় আবারও ওই দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দেয়া নিয়ে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে পুলিশ ১৪-১৫টি রাবার বুলেট ছুঁড়ে। এই সময় ১৩ জন আহত হন। এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। [১৮]

১৮. ২২ মার্চ ১ম ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই সারাদেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ১ নং ওয়ার্ডের আল হোসাইনিয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা কেন্দ্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর ফলাফল ঘোষণা না করেই নির্বাচনী কর্মকর্তারা ব্যালট বাক্স নিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাঁদের পথ অবরোধ করে স্বতন্ত্র (আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী) প্রার্থী নূর হোসেনের সমর্থকরা। এই সময় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে থাকা বিজিবি'র সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হলে বিজিবি'র সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। এতে নূর হোসেনের ভাই আবদুল গফুর ও ভাগ্নি ছেফাসহ ছয়জন গুলিবিদ্ধ হন। টেকনাফ থেকে কক্সবাজার পাঠানোর সময় আবদুল গফুর মারা যান। অপরদিকে একই ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে পরী দ্বীপ মাঝের পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর মেম্বার প্রার্থী ছলিমুল্লাহ পুনরায় ভোট গণনার দাবি করলে তা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নাকচ করো দেয়। তখন ছলিমুল্লাহর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ বাধলে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি চালায়। এতে সফিক নামে একজন নিহত এবং ১৫/২০ জন গুলিবিদ্ধ হন। [১৯]

দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন

১৯. ৩১ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে ৬৩৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ব্যাপক সহিংসতা, হত্যা, ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২০] বরাবরের মতো এই নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপেও নির্বাচন কমিশন তাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। এই দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন সহিংসতায় মোট ১০ জন নিহত এবং অন্ততপক্ষে ১১০ জন আহত হয়েছেন। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

২০. ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকাল আনুমানিক ১০ টায় আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আনোয়ার হোসেন আয়নালের ১০/১২ জন সমর্থক মধুরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আনোয়ার হোসেন আয়নালের সমর্থক রানা মোল্লার নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সশস্ত্র যুবক পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে। এরপর তারা ছয়টি বুথ দখল করে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা

[১৭] যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৮] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৬
[১৯] যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০১৬
[২০] প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৬

করে। এই সময় সেখানে অবস্থানরত ভোটার ও পোলিং এজেন্টসহ অন্যরা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। এক পর্যায়ে ওই যুবকরা পিস্তল দিয়ে গুলি করতে করতে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করে। এই সময় চাচার সঙ্গে নিজ স্কুলে ভোট দেখতে আসা শিশু শুভ কাজীর (১০) পেটে ও বৃদ্ধা হাজেরা বেগমের মাথায় গুলি লাগে। শুভকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। [২১]

২১. নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা, নির্বাচনী অফিস ভাংচুর, ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান এবং ধানের শীষের (বিএনপির প্রতীক) এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে ভোটারদের ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহি ইউনিয়ন পরিষদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ আবদুল মতিন তোতা অভিযোগ করেন, সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টায় চর এলাহি কেন্দ্রে তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা ভোট দিতে গেলে নৌকা প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা তাঁদের হাত থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদান করে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৭নং মুছাপুর ইউনিয়নের বিএনপি'র মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপি সাধারন সম্পাদক নূর আলম সিকদার অভিযোগ করেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আজম পাশা চৌধুরী রুমেলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকরা প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট, পুলিশসহ প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় ৯টি কেন্দ্রে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে ভোটারদের থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকায় ভোট প্রদান করে। এইসময় তারা ধানের শীষের কর্মী-এজেন্ট-ভোটারদের মারধর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলার অধিকাংশ কেন্দ্রে এজেন্টদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ভোটারদের ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য করে।[২২]

২২. বর্তমান সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ন নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং জনগন তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়েই শুরু হয় এই দুবৃর্ত্তায়ন। এরপর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে কমিশনের কর্মকর্তারা দাবি করছেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে মানবাধিকার কর্মী গুলিবিদ্ধ

২৩. *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও এনটিভি-র সাংবাদিক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৩১ মার্চ ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১০:০০টায় ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ২নং রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান। ওই কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দেয়ার ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। সরকারী দলের লোকেরা ভোটারদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালট পেপার না দিয়ে নিজেরাই ভোট দিতে তাকে। আফজাল হোসেন এইসব অনিয়মের দৃশ্য ভিডিও করতে থাকেন। ভিডিও করার একপর্যায়ে জেলা আওয়ামী লীগের একজন নেতা[২৩] এসে আফজালকে ভিডিও করতে নিষেধ করেন। তখন তিনি কেন্দ্রের বাইরের মাঠে চলে আসেন। একপর্যায়ে অনিয়ম, কারচুপি ও জালভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মিজানুর রহমান ও আওয়ামী লীগ এর বিদ্রোহী প্রার্থী মোটর সাইকেল প্রতীকের প্রার্থী

[২১] প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৬

[২২] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়খালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩] আফজাল হোসেনের নিরাপত্তার জন্য জেলা আওয়ামী লীগের নেতার নাম প্রকাশ করা হলো না

রেজাউল হক মিঠু চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ সদস্যরা সংঘর্ষ প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর সাধারণ ভোটাররা নিজেদের ভোট নিজেরা দেয়ার দাবীতে ভোটকেন্দ্র ঘেরাও করেন। এইসময় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী রেজাউল হক মিঠু চৌধুরী এসে ভোটারদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পর ভোলা জেলা সদর থেকে র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি এবং কোষ্টগার্ডের সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা আনুমানিক ১২:০০ টায় নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা তথ্যগুলো একত্রিত করছিলেন আফজাল। এইসময় তিনি দেখতে পান, একজন পুলিশ কনস্টেবল ভোটকেন্দ্রের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার শটগানে গুলি লোড করছে। এর কিছুক্ষণ পরেই, ওই পুলিশ কনস্টেবল আফজালের কাছে এসে ২-৩ ফুট দূর থেকে তাঁর বাম পায়ের হাঁটুর নিচে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এরপর আফজালকে তাঁর সহকর্মী অন্যান্য সাংবাদিকেরা ভোলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর, ডাক্তাররা আফজালের পায়ে অস্ত্রোপচার করে তাঁর পা থেকে ৩টি শটগানের পেলেট বের করেন। আফজাল হোসেন এখনো হাসপাতালে রয়েছেন। পরবর্তীতে গুলিবর্ষণকারী ওই কনস্টেবলের নাম জুলহাস বলে জানা গেছে।[২৪]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০১৬ সালেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলছে। *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মার্চ মাসে ১১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৫. নিহত ১১ জনই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৪ জন র‍্যাব-কোস্টগার্ডের হাতে এবং ৭ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৬. নিহত ১১ জনের মধ্যে ১ জন জেএমবি'র সদস্য, ২ জন বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত আসামী এবং ৮ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

২৭. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা এবং তাঁদের ওপর হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর ওপরে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

২৮. ঢাকার খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়ায় বংশাল থানার এ এস আই শামীম রেজা একটি বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। শামীম রেজা গত কয়েক মাস ধরে তাঁর বাসার ডিস লাইনের বিল পরিশোধ না করায় গত ১১ মার্চ বেলা আনুমানিক ১১.৩০ টায় ক্যাবল অপারেটর আল আমিন তাঁর বাসায় যান বিলের টাকা আদায় করার জন্য। এই সময় তাঁদের

[২৪] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। এক পর্যায়ে এ এস আই শামীম আল আমিনকে গুলি করেন। এতে আল আমিন পিঠে গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় এ এস আই শামীম রেজাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।[২৫]

২৯. গত ১২ মার্চ মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুরে মেয়ের হত্যা মামলায় আপোস না করায় বাবা আবদুল খালেক (৫০) কে ঢাকার আশুলিয়া থানার পুলিশ কনষ্টেবল হানিফ শিকদার ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় দেড় বছর আগে আবদুল খালেকের মেয়ে খালেদা আক্তারকে শ্বাসরোধ ও মারধর করে হত্যা করে তাঁর স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন। এই ঘটনায় খালেদার স্বামী শহিদুল ইসলাম, শ্বাশুড়ি সখিনা বেগম, ননদ রওশানা আক্তার ও ননদের জামাই আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করেন আবদুল খালেক। এই মামলা আপোস করার জন্য আনোয়ার হোসেনের চাচাতো ভাই পুলিশ কনষ্টেবল হানিফ শিকদার আবদুল খালেককে নানা ভয়ভীতি এবং হুমকি দিয়ে আসছিলো। [২৬]

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

৩০. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

৩১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ৭ জন ব্যাক্তি গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং বাকি ৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত।

৩২. গত ২ মার্চ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় ঝিনাইদহ শহর থেকে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ (৬২) কে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য। জামায়াত নেতা নূর মোহাম্মদের বাড়ি জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া গ্রামে। তিনি পরিবার নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়ায় বসবাস করেন। নূর মোহাম্মদের ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম *অধিকারকে* জানান, ঘটনার দিন তাঁর বাবা হাটের রাস্তা এলাকায় রাহাত অটো নামে একটি গ্যারেজে তাঁর মটরসাইকেল মেরামত করাচ্ছিলেন। এ সময় একটি ইজি বাইকে করে ৫/৭ জন সাদা পোশাকের ব্যক্তি নিজেদের প্রশাসনের লোক পরিচয় দিয়ে ইজি বাইকে করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁকে ইজি বাইক থেকে নামিয়ে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। এই ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন এবং তার মোবাইল ফোনটিও বন্ধ রয়েছে। এই ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানায় জিডি করতে গেলে থানা পুলিশ তাঁদের জিডি নেয়নি।[২৭] এরপর গত ১৮ মার্চ গভীর রাতে মোহাম্মদকে (৬২) ১৫টি বোমা, ৪০ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপুল পরিমাণ জিহাদী বইসহ আটক করেছে বলে দাবি করে পুলিশ। ১৯ মার্চ ঝিনাইদহ পুলিশের পক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং এ এসব তথ্য দেয়া হয়। উল্লেখ্য নূর মোহাম্মদ ১৯৯১ সালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[২৮]

৩৩. গত ১৮ মার্চ ২০১৬ আনুমানিক ২:০০টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌর শহর শাখা ইসলামী ছাত্র শিবির সভাপতি আবুজার গিফারীকে বাড়ির সামনে থেকে হাতকড়া পড়িয়ে মোটরসাইকেলে করে ডিবি পরিচয়ে সাদা পোশাকের

[২৫] মানবজমিন ১২ মার্চ ২০১৬
[২৬] নয়াদিগন্ত ১২ মার্চ ২০১৬
[২৭] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য
[২৮] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

চারজন অস্ত্রধারী তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন আবুজার গিফারীর পিতা নূর ইসলাম। তিনি *অধিকার*কে জানান, কালীগঞ্জ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চাপালী গ্রামে তাঁদের বাড়ি। সেখান থেকে আনুমানিক ৪শ গজ দূরে অবস্থিত জামে মসজিদ থেকে জুমার নামাজ আদায় করে বাড়িতে ফিরছিল আবুজার গিফারী। বাড়ির সামনে আসতেই দুটি মোটরসাইকেলে করে সাদা পোশাকের ৪ জন অস্ত্রধারী এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবুজার গিফারীর হাতে হাতকড়া পড়িয়ে তাকে একটি মোটরসাইলের মাঝখানে বসিয়ে এবং মাথায় হেলমেট পড়িয়ে দ্রুত নিয়ে যায়। বাড়ির ভেতর থেকে তিনি ঘটনাটি দেখে দৌড়ে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে মোটরসাইকেল আরোহীরা আবুজার গিফারীকে নিয়ে চলে গেছে। আবুজার গিফারীকে তুলে নেয়ার ঘটনা দেখে আশেপাশে কয়েকজন কিশোর এগিয়ে আসে। এই সময় তাদেরকে সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা নিজেদের ডিবি পুলিশ হিসেবে পরিচয় দেয়। এরপর কালীগঞ্জ থানা, ঝিনাইদহ ডিবি অফিস ও ঝিনাইদহ র‍্যাব অফিসে খোঁজ নিলেও আবুজার গিফারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯ মার্চ ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ১২:০০টায় তিনি কালীগঞ্জ থানায় জিডি করতে যান। থানার ডিউটি অফিসার একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে ১ ঘন্টা থানায় বসিয়ে রেখে বলেন, বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় ওসি সাহেবকে দেখিয়ে জিডি রেকর্ড করা হবে বলে তাঁকে বিকেলে আবার থানায় আসতে বলেন। বিকেল আনুমানিক ৫:০০টায় ফের কালীগঞ্জ থানায় যান নূর ইসলাম। কিন্তু ডিউটি অফিসার তাঁকে জানান ওসি সাহেব বলেছেন উর্দ্ধতন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জিডি রেকর্ড করা হবে। এই পর্যন্ত তাঁর জিডি রেকর্ড করা হয়নি এবং তাঁর ছেলেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।[২৯]

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তানভীর আহমেদ জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা

৩৪. গত ১৭ মার্চ ২০১৬ রাত আনুমানিক ১:০০ টায় সিএনজি অটোরিক্সা যোগে বাসায় ফেরার পথে রাজধানীর কচুক্ষেত এলাকা থেকে সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তানভীর আহমেদ জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩০] সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যংকের রিজার্ভ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়। এরপর তানভীর আহমেদ জোহা নিজেকে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন বক্তব্য দেন।[৩১] জোহার স্ত্রী ডা. কামরুন্নাহার সাংবাদিকদের জানান, ঘটনার সময় জোহার সঙ্গে তাঁর বন্ধু ইয়ামির আহমেদও একই অটোরিক্সায় ছিলেন। ঢাকার কচুক্ষেত এলাকায় ২/৩ টি গাড়ি তাঁদের বহনকারী সিএনজি অটোরিক্সাকে ঘিরে ধরে গতিরোধ করে। একপর্যায়ে ওই গাড়িগুলো থেকে ৭/৮ জন লোক নেমে দু'জনকে আলাদা দুটি গাড়িতে তুলে নেয়। গাড়িতে উঠিয়েই ইয়ামিরের মুখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। কিছুক্ষণ পর ইয়ামিরকে মানিক মিয়া এভিনিউতে নামিয়ে দেয়া হয়। তিনিই তানভীর আহমেদ জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ফোনে জোহার পরিবারকে জানান।[৩২] জোহার চাচা বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক উপ-মহাপরিচালক মাহবুবুল আলম সাংবাদিকদের জানান, জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরপরই তাঁরা কলাবাগান থানায় গিয়ে পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন এবং জিডি করতে চান। কিন্তু সেখান থেকে জানানো হয় অপহরণের এলাকা কাফরুল থানার অন্তর্ভূক্ত, তাই সেখানে গিয়ে জিডি করতে হবে। কাফরুল থানায় গেলে সেখান থেকে তাঁদেরকে ক্যান্টনমেন্ট থানায় পাঠানো হয়। ক্যান্টনমেন্ট থানা পুলিশ আবার তাঁদেরকে ভাষানটেক থানায় পাঠায়। ভাষানটেক থানা পুলিশও দাবি করে যে, ওই ঘটনাস্থল তাদের এলাকায় পড়ে না। এইভাবে সারারাত থানায় থানায় ঘুরেও জিডি করতে পারেনি জোহার পরিবার।[৩৩] ১৭ মার্চ ২০১৬ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তানভীর আহমেদ জোহাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটক করতে পারে। তবে তা এখনো তিনি নিশ্চিত নন।[৩৪]

---

[২৯] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য
[৩০] নয়াদিগন্ত ১৮ মার্চ ২০১৬
[৩১] প্রথম আলো ২১ মার্চ ২০১৬
[৩২] মানবজমিন ১৯ মার্চ ২০১৬
[৩৩] নয়াদিগন্ত ১৮ মার্চ ২০১৬
[৩৪] যুগান্তর ১৮ মার্চ ২০১৬

অপহরণের ৬ দিন পর ২৩ মার্চ রাত আনুমানিক ২:০০ টায় তানভীর আহমেদ জোহাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা 'উদভ্রান্ত' অবস্থায় তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়। হস্তান্তর করার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছে যে, তানভীর এয়ারপোর্ট রোডে 'উদভ্রান্তের' মতো ঘোরাফেরা করছিলেন। শনাক্ত করার পর তাঁকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে।[৩৫]

৩৫. *অধিকার* এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তানভীর আহমেদ জোহার গণমাধ্যমে মতামত দেয়া এবং এরপর তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া ও কয়েকদিন পর 'উদভ্রান্তের' মতো ঘোরাফেরার সময় তাঁর আটক হওয়া ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। ভারতের শিলংএ 'উদভ্রান্তের' মতো ঘোরাফেরার সময় বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিনও আটক হন। সালাহউদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল । বর্তমানে তাঁর বিচার চলছে ভারতে। পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলনকারী রিজওয়ানা হাসানের স্বামী আবু বকর সিদ্দিককেও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে তাঁকে পাওয়া যায়।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৩৬. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার চরমভাবে ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করছে। কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁকে বা তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিরোধীদল ও জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা না করেই সংবিধান পরিবর্তন করে সরকার। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য সর্ব্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, যা মৃত্যুদণ্ড, এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

৩৭. সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বাবুল আহমেদ নামে এক পান বিক্রেতার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অনুমোদন দেয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় পুলিশ। বাবুল আহমেদ ২০১৬ সালের ৬ জানুয়ারি একটি চিঠি লিখেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের কাছে। চিঠিতে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীসহ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাঁদের খালাস দেয়ার আহ্বান জানান। এই ব্যাপারে ঢাকার শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বাবুল আহমেদের কর্মকাণ্ড দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় বর্ণিত অপরাধের শামিল।[৩৬]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৮. সংবাদ মাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ চলছে এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ও হামলা অব্যাহত আছে।

৩৯. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৫ জন সাংবাদিক আহত এবং ৩ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

৪০. গত ৫ মার্চ মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী তাজুল ইসলামের বাড়িতে আওয়ামী লীগ মনোনিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোখলেছুর রহমানের পক্ষ হয়ে শ্রীনগর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল লস্কর ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ইউনিয়ন শ্রীনগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম ইসলাম প্রিন্সের নেতৃত্বে একদল লোক হামলা চালায় এবং তাঁর বাড়িঘর ভাংচুর করে। এই খবর সংগ্রহ করতে গেলে হামলাকারীরা ভোরের কাগজের শ্রীনগর প্রতিনিধি অধীর রাজবংশী এবং দৈনিক রুপবাণী পত্রিকার শ্রীনগর

[৩৫] মানবজমিন ২৪ মার্চ ২০১৬

[৩৬] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৬

প্রতিনিধি মীর রাতুলের ওপরও হামলা করে। এই সময় অধীর রাজবংশী ও মীর রাতুলকে মারধর করা হয় এবং তাঁদের মোটরসাইকেল ও ক্যামেরা ভাংচুর করা হয়। আহত অবস্থায় দুই সাংবাদিককে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবং রাতুলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁকে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।[৩৭]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪১. ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

৪২. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৩. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।

৪৪. গত ৩ মার্চ গভীর রাতে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার তিতারকান্দি গ্রামের দাসবাড়িতে শ্রীশ্রীহরি মন্দিরের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে সেখানে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে একদল অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত।[৩৮]

৪৫. নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম জুয়েল আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হন। গত ১১ মার্চ আবুল কালাম আজাদের ছেলে সৌরভসহ প্রায় অর্ধশতাধিক সমর্থক নৌকা প্রতীকের শ্লোগান দিয়ে পাতরা গ্রামে নুরুল ইসলাম জুয়েলের নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম জুয়েলের সমর্থকরা পাতরা গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক সতেন্দ্র সরকার, দীপক সরকার, দেবল সরকার ও সপ্তলতা দেবীর বাড়িঘরে হামলা করে ভাচুর করে। হামলাকারীরা সেখানকার কালীমন্দিরেও হামলা চালায় । [৩৯]

৪৬. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপরে হামলার ঘটনাগুলোতে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

যৌন হয়রানি

৪৭. নারীর প্রতি যৌন হয়রানীর ঘটনা অব্যাহত আছে। আর এই পরিস্থিতিতে সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্বহীন মন্তব্য এই ঘটনাগুলোকে আরো উসকে দিচ্ছে। গত ৮ মার্চ বিশ্ব নারী বিস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ মিলনায়তনে একটি অনুষ্টানে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন,"পয়লা বৈশাখ আমাদের বাঙালী জাতির জীবনে বছরের প্রথম দিন। এই পয়লা বৈশাখে অনেক মানুষ রাস্তায় থাকে। এই কোটি কোটি মানুষের

[৩৭] প্রথম আলো ৬ মার্চ ২০১৬/ *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৮] প্রথম আলো ৫ মার্চ ২০১৬

[৩৯] নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৬

দেশে ঢাকা শহরে প্রায় দুই কোটি মানুষ থাকে। তার মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটেছে, যা সংবাদ হওয়ার মতো? একটা টুকিটাকি ঘটনা হতেই পারে। এতগুলো মানুষের মধ্যে এটা তেমন কোনো বিষয়ই না"।[৪০] উল্লেখ্য ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটকের পাশে দুবৃর্ত্তরা অনেক নারীর ওপর যৌন আক্রমণ চালায়। কিশোরী হতে শুরু করে সব বয়সের বিভিন্ন নারী এই সময় যৌন আক্রমণের শিকার হন। প্রায় এক বছর কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেই তা একটা টুকিটাকি ঘটনা বলে মন্তব্য করেন। যদিও ব্যাপক সমালোচনার মুখে এই বক্তব্য পরে প্রত্যাহার করতে তিনি বাধ্য হন ।

৪৮. মার্চ মাসে মোট ২০ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ১৩ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এইসময় ১ জন গৃহবধু যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া এই হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১ জন পুরুষ নিহত ও ২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী আহত হয়েছেন।

৪৯.গত ১ মার্চ সকালে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার নাজিরনগর এলাকায় বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় শিলা (১৬) নামের এক কিশোরীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে মুকুল মোল্লা (৫০) নামে এক ব্যক্তি ও তার সহযোগীরা। আহত কিশোরীর মা রাবেয়া খাতুন জানান, তিন মাস আগে তাঁর স্বামী আব্দুল করিম মুকুল মোল্লার বাড়ি ভাড়া নেন। বাড়ি ভাড়া নেয়ার পর থেকেই দুই সন্তানের জনক বাড়ির মালিক মুকুল তাঁর মেয়ে শিলাকে উত্যক্ত করতো। প্রায়ই মুকুল শিলাকে কু-প্রস্তাব ও বিয়ের জন্য চাপ দিত। ঘটনার দিন শিলা মুকুলের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে মুকুল ক্ষিপ্ত হয়ে তার কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে শিলাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এই সময় শিলা চিৎকার করলে তাঁরা চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে শিলাকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় রাবেয়া খাতুন বাদী হয়ে সুজানগর থানায় মুকুল মোল্লা ও অজ্ঞাতনামা চারজনকে আসামী করে একটি মামলা (মামলা নং-০২) দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে মুকুল মোল্লার সহযোগী উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের লিটন মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মুকুল এখনও গ্রেফতার হয়নি।[৪১]

৫০. গত ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক এলাকায় ছাত্র পড়িয়ে তাঁর নিজ হলে (কুয়েত-মৈত্রী হল) ফেরার পথে তাঁকে উদ্দেশ্য করে মাস্টারদা সূর্য সেন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের উপ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মিসকাত হুসাইন অশ্লীল মন্তব্য করে। এই সময় ওই ছাত্রী এর প্রতিবাদ করলে মিসকাত হুসাইন তাঁকে লাঞ্ছিত করে।[৪২]

যৌতুক সহিংসতা

৫১.মার্চ মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫২.গত ৩ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে জান্নাতুল ফেরদৌস (১৮) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী রফিকুল ইসলাম ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি।[৪৩]

ধর্ষণ

৫৩.মার্চ মাসে মোট ৫৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৭ জন নারী, ৩৪ জন মেয়ে শিশু ও ২ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৭ জন নারীর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার

[৪০] প্রথম আলো ৯ মার্চ ২০১৬
[৪১] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪২] যুগান্তর ২০ মার্চ ২০১৬
[৪৩] নয়াদিগন্ত ৬ মার্চ ২০১৬

হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ১২ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৪.গত ৮ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় গভীর রাতে মুখে কাপড় বাঁধা তিন দুর্বৃত্ত বাড়ির কলাপসিবল গেট ও কাঠের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এক গৃহবধু (২৮) কে ধর্ষণ করে। এই সময় ধস্তাধস্তিতে কাদির নামে এক ধর্ষকের মুখের কাপড় খুলে গেলে তাকে চিনে ফেলেন ওই গৃহবধূ। তখন কাদির ওই গৃহবধুকে ছুরিকাঘাত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৃহবধূকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৪৪]

৫৫.গত ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাস বিভাগের (অনার্স) ২য় বর্ষের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী ১৯ বছর বয়সী সোহাগী জাহান তনু অলিপুর এলাকায় টিউশনীর মাধ্যমে ছাত্র পড়ানোর জন্য বাসা থেকে বের হন। বাসায় ফিরে না আসায় তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে রাত আনুমানিক ১১টায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন কালা পানির ট্যাংকের পাশের একটি জঙ্গলে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে। এই ব্যাপারে নিহতের পিতা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক ইয়ার হোসেন ২১ মার্চ বিকেলে কোতোয়ালি মডেল থানায় অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, নিহতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।[৪৫] তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনা তদন্তে ২৫ ও ২৬ মার্চ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও র‍্যাব নিহত তনুর বাসায় যায় এবং তনুর সঙ্গে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের কোনো শিক্ষার্থীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল-এমন স্বীকারোক্তি আদায়ে চাপ দেয় বলে অভিযোগ করেছে তনুর পরিবার। [৪৬ ৪৭]

এসিড সহিংসতা

৫৬.মার্চ মাসে ৩ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৫৭.গত ২৫ মার্চ রাত ১০:৩০ মিনিটের দিকে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কুমরি ফিরিঙ্গিটিলা গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তিন বোন এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এসিড সহিংসতার শিকার তিন বোনের নাম, সাফিয়া খাতুন (৩৫), মনোয়ারা খাতুন (৩২), এবং আমেনা খাতুন (৩০)। তাঁরা বর্তমানে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাফিয়া খাতুনের স্বামী আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাদেকুর রহমানের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। সাফিয়া খাতুন বলেন, ঘটনার দিন একদল দুবৃর্ত্ত সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে তাঁদের তিন বোনকে এসিড ছুঁড়ে মারে। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসলে দুবৃর্ত্তরা পালিয়ে যায়।[৪৮]

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৫৮.মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে

[৪৪] প্রথম আলো ৯ মার্চ ২০১৬
[৪৫] মানবজমিন ২৩ মার্চ ২০১৬
[৪৬] প্রথম আলো ২৮ মার্চ ২০১৬
[৪৭] http://odhikar.org/%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%8F%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE/
[৪৮] ডেইলি স্টার ২৭ মার্চ ২০১৬

ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রতিবেদন *অধিকার* প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয় । আদিলুর এবং এলান যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে বন্দী থাকেন। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' এর অনুষ্ঠান গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে অধিকারকে পালন করতে দেয়নি সরকার।

৫৯. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড		ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	২৭
		গুলিতে নিহত	২	০	০	২
		নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	৩
		মোট	৯	১২	১১	৩২
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি			২	০	২	৪
গুম			৬	১	৭	১৪
কারাগারে মৃত্যু			৮	৩	৪	১৫
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন		বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	৫
		বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	৮
		বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ		আহত	৯	২	৫	১৬
		লাঞ্ছিত	৯	১	০	১০
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	পৌরসভা নির্বাচন	নিহত	০	০	১	১
		আহত	০	০	৫৮	৫৮
	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	নিহত	০	০	৩৬	৩৬
		আহত	০	০	২০৬৯	২০৬৯
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			২২	১৯	১৪	৫৫
ধর্ষণ			৫৯	৫৭	৫৩	১৬৯
যৌন হয়রানীর শিকার			২৭	২৩	২০	৭০
এসিড সহিংসতা			৪	৪	৩	১১
গণপিটুনীতে মৃত্যু			২	১১	৫	১৮
তৈরি পোশাক শিল্প		নিহত	০	০	০	০
		আহত	২৫	৩১	১২	৬৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			১	৪	০	৫

* *অধিকার* এর ডকুমেন্টশন হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হতাহতের ও সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন

বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং সাপ্তাহিক ইকোনমিক টাইমস এর সম্পাদক শওকত মাহমুদকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৬. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।